দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-শাঃ ১৩/১-২ (ভারত)/৯৯/৪৮৪ — তারিখ ঃ ১৩/১/৯৯

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ কমনওয়েল বৃত্তির অধীনে ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তি ঃ ১৯৯৯-২০০০

কমনওয়েল বৃত্তির আওতায় ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তির অধীনে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ডক্টরেট এবং পোষ্ট ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়নের নিমিত্তে নিম্নোক্ত বিষয়/শাখাসমূহে মেধা ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। তবে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণে সক্ষম প্রার্থীগণই কেবল আবেদন করতে পারবেনঃ

ক)	বিষয়/ক্ষেত্র	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা
১।	পদার্থ বিদ্যা		
২।	রসায়ন বিজ্ঞান		
৩।	কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং		
৪।	ফার্মেসী	২	সকল ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগ/প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে।
৫।	এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজী		
৬।	অর্থনীতি		
৭।	গণিত		
৮।	ব্যবস্থাপনা		
৯।	হিসাব বিজ্ঞান		

২। চল্লিশোর্ধ বয়স্ক প্রার্থীগণ আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩। কর্মরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে অগ্রীম আবেদনপত্র সাময়িকভাবে বিবেচনা করা হবে। চূড়ান্ত মনোনয়নের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না পৌঁছালে প্রার্থিতা বাতিল হবে। ইতোপূর্বে সরকারী মনোনয়নের মাধ্যমে বৃত্তি ভোগ করে থাকলে বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন না।

৪। আগামী ৩১-১-৯৯ তারিখের মধ্যে সাদা কাগজে নিম্নলিখিত ছক অনুসারে ইংরেজীতে দুই কপি দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। এক কপি দরখাস্তের সাথে প্রার্থীর সকল পরীক্ষার পাসের সার্টিফিকেট ও মার্কসীটের সত্যায়িত ফটোকপি ইত্যাদি এবং পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত এক কপি ছবি ভালভাবে সংযুক্ত করে দিতে হবে। দরখাস্তের অপর কপি মূল দরখাস্তের সাথে আলপিন বা জেমস ক্লীপ দ্বারা এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে যাতে সহজেই পৃথক করা যায়। ভিন্ন কোনরূপ দরখাস্ত এ পর্যায়ে দাখিল করতে হবে না।

৫। স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ের আবেদনকারীদেরকে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসারে ১০০ নম্বরের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন করে মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেয়া হবে ঃ

		স্নাতকোত্তর পর্যায়	পিএইচডি পর্যায়
ক)	এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	২০ নম্বর	১৫
খ)	এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	২০ নম্বর	১৫
গ)	স্নাতক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	৩০ নম্বর	৩০
ঘ)	স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	৩০ নম্বর	৩০
ঙ)	পেশাগত প্রকাশনা		১০

বিএসসি (ইঞ্জিঃ) বিষয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপরের (গ) ও (ঘ)-এর পরিবর্তে বিএসসি (ইঞ্জিঃ) কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৬০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে।

৬। আবেদনপত্রের ছক নিম্নরূপ হবে ঃ

ভারতীয় স্নাতকোত্তর বৃত্তির জন্য আবেদন
পর্যায়—স্নাতকোত্তর/পিএইচডি
প্রার্থিত বিষয়ের/ক্ষেত্রের নাম ঃ

ক) প্রার্থীর নাম ঃ
খ) পিতার নাম ঃ
গ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিগ্রাম অফিসসহ) ঃ
ঘ) টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ
ঙ) এসএসসি থেকে সকল পরীক্ষার ফলাফল ঃ

পরীক্ষার নাম ও কোর্সের মেয়াদ	বোর্ড/ বিঃবিঃ ও পাসের সন	পঠিত মূল বিষয়সমূহ	প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণী	পরীক্ষার মোট নম্বর (যত নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়েছে)	প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত মোট নম্বর	৫নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রাপ্ত স্কোর
৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মোট স্কোর (পেশাগত প্রকাশনা নম্বর বাদে)						

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	শতকরা হার

চ) স্বীকৃত পেশাগত জার্নালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকলে উহার বিবরণ ঃ
ছ) জন্ম তারিখ এবং ১-২-৯৯ তারিখে বয়স
জ) স্থায়ী ঠিকানা
ঝ) জাতীয়তা

আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর

৭। আবেদনপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় অথবা বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৫ নং গেটে রক্ষিত ২নং কাঠের বাক্সে ৩১-১-৯৯ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। দরখাস্তের খামের ওপরে ভারতীয় বৃত্তি (স্নাতকোত্তর) এবং বিষয়ের নাম এবং প্রাপ্ত স্কোর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৮। মনোনয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ৭-২-৯৯ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)-এ টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে। প্রার্থীদেরকে কোন চিঠি দেয়া হবে না। নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে নায়েমের রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে ফরম সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে জমা দিতে হবে। সে কারণে তাদেরকে ৬ কপি করে ছবি, ইংরেজীতে সার্টিফিকেট ও মার্কশীটসমূহ, সিলেবাসের কপি এবং চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সকাল ১০.০০টায় ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বাড়ী নং-১১৯ বি, সড়ক নং-২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক গৃহীত ইংরেজী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৯। ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তি ছাড়া এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোনরূপ আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

ডিএফপি ৯৬১-১৪/১/৯৯
স-১২৪ (১১″ × ৩)
Ten-K(15-1) HD-6

মোঃ মনজুরুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬৫০৩২